এক ব্যক্তির মা মারা গেছেন, তার জিম্মায় দু'রমজানের রোজা কাজা ছিল

﴿توفيت والدته وعليها قضاء رمضانين﴾

[বাংলা – bengali – بنغالي]

ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿توفيت والدته وعليها قضاء رمضانين﴾

« باللغة البنغالية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة : ثناء الله نذير أحمد

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

এক ব্যক্তির মা মারা গেছেন, তার জিম্মায় দু'রমজানের রোজা কাজা ছিল

প্রশ্ন : আমার মা মারা গেছেন, তিনি তার জীবদ্দশায় আমাকে বলেছেন যে, তার জিম্মায় দু'বছরে দু'রমজানের কাজা রোজা রয়ে গেছে। যখন রমজান এসেছে, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তিনি তার কাজা আদায় না করেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করব, না খাদ্য দান করব ? খাদ্য দান করার পদ্ধতি কি ? কিছু ছাগল যবেহ করে তা ষাট ঘরে বণ্টন করে দেব, না খাদ্য পরিমাণ নগদ অর্থ দেব ?

উত্তর :

আল-হামদুলিলাহ

উত্তম হচ্ছে, আপনি আপনার মায়ের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করুন। কারণ, নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন :

(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته ،

" যে ব্যক্তি মারা গেল, যার জিম্মায় সিয়াম রয়েছে, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক সিয়াম পালন করবে।" {বুখারী ও মুসলিম} নিকট আত্মীয়-ই অভিভাবক। যদি আপনার পক্ষে অথবা তার কোন আত্মীয়ের পক্ষে সিয়াম পালন সম্ভব না হয়, তাহলে তার মিরাস থেকে, অথবা আপনার সম্পদ থেকে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন ফকিরকে খাদ্য দান করবেন, যার পরিমাণ দেশীয় খাদ্যের অর্ধ 'সা'। যদি প্রত্যেক দিনের খাদ্য জমা করে একজন ফকিরকে দান করেন, তবেও শুদ্ধ হবে। আলাহ-ই ভাল জানেন।

সূত্র :

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

শায়খ আব্দুল আযীয আব্দুলাহ বিন বায, শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফীফী, শায়খ আব্দুলাহ বিন গাদইয়ান।